এক নজরে পায়রা সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম

<u>পায়রা সমুদ্র বন্দরের অবস্থান</u>

১। বাংলাদেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর 'পায়রা বন্দর' পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, বালিয়াতলী, ধূলাসার, ধানখালী ও টিয়াখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত রাবনাবাদ চ্যানেলের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

<u>পায়রা বন্দরের সুবিধা ও সম্ভাবনা</u>

২। পায়রা সমুদ্র বন্দরটি পটুয়াখালী উপজেলার কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ চ্যানেলের তীরে পোতাশ্রয় মুখ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত। শিপিং-বান্ধব বিস্তীর্ণ এলাকা হিসেবে এটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রাকৃতিকভাবেই উপযুক্ত একটি অঞ্চল। পায়রা বন্দরের প্রধান ভৌগলিক সুবিধা হলো স্বচ্ছন্দভাবে বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি উন্মুক্ত স্থান। বন্দর উন্নয়ন ও ভবিষ্যত সম্প্রসারণের জন্য পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় রয়েছে প্রচুর পরিত্যক্ত জমি। সর্বজনীন ও অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ অন্যান্য সহযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্মুক্ত স্থান। যেসব সুবিধা পায়রা বন্দর থেকে পাওয়া যাবে তা নিম্ন রূপ ঃ

ক। **সুপরিসর চ্যানেল।** আউটার অ্যাংকরেজ থেকে রাবনাবাদ চ্যানেলে ঢোকার পথে পানির সর্বনিম্ন গভীরতা প্রায় ৫ মিটার। চ্যানেলের ভেতর এই গভীরতা ১৬ থেকে ২১ মিটার। চ্যানেলের ৩৫ কিলোমিটার এলাকায় ড্রেজিং করা হলে জোয়ারের সময় ১৬ মিটার গভীর (চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ৯.২ মিটার) এবং ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ (চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ১৮৬ মিটার) এখানে আসতে পারবে।

খ। বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলার সম্ভাবনা। প্রায় ৬ হাজার একর জায়গার ওপর গড়ে উঠছে সমগ্র পায়রা সমুদ্র বন্দর। এ বন্দরে তৈরী হচ্ছে কন্টেইনার, বাল্ক, সাধারণ কার্গো, এলএনজি, পেট্রোলিয়াম ও যাত্রী টার্মিনাল। সেই সাথে অর্থনৈতিক অঞ্চল, তৈরি পোশাক, ঔষধশিল্প, সিমেন্ট, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সার কারখানা, তৈল শোধনাগার ও জাহাজ নির্মাণশিল্পসহ আরো অনেক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

গ। সার কারখানা। বর্তমানে চাহিদার ৩০ শতাংশ সার দেশেই উৎপাদন হয়। বাকি ৭০ ভাগ আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ হলে গ্যাসের মাধ্যমে এখানেই সার কারখানা চালু করা সম্ভব হবে।

ঘ। নতুন কর্মসংস্থান। আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৫ ভাগ বেকার, ৪০ ভাগ প্রচ্ছন্নবেকার এবং ৪৯ ভাগের বাস দরিদ্রসীমার নীচে। গত ৪৩ বছরে আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ এবং এ হারে ২০২০ সাল নাগাদ তা হবে ২০ কোটির ওপর। দরকার হবে

বিপুল কর্মসংস্থানের। পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইপিজেড, এসইজেড, জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতি খাতে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। নতুন শিল্প এলাকা গড়ে ওঠার সুবাদে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বরিশাল, পটুয়াখালি এবং ভোলা জেলার অধিবাসীরা।

ঙ। **জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসার।** পোশাক শিল্পের পর সবচেয়ে গতিশীল হচ্ছে জাহাজ নির্মাণ শিল্প। ছোটোখাটো শতাধিক জাহাজ নির্মাণ কারখানা রয়েছে দেশে। বিশ্বজুড়ে জাহাজশিল্পে প্রায় ৪ হাজার কোটি ডলারের বাজারে বাংলাদেশের দখল মাত্র ৪ শ কোটি ডলার। এ শিল্পখাতে অচিরেই আমরা হয়ে উঠতে পারি বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা রফতানিকারক। এ শিল্পখাতের অন্যতম সমস্যা চ্যানেলের স্বল্প গভীরতা। পায়রা বন্দর চালু হলে তুলনামূলক গভীর রাবনাবাদ চ্যানেলের সুবিধা নিতে অনেকেই তাদের শিল্প স্থাপনা সরিয়ে আনবেন এখানে।

চ। **বিদ্যুৎ উৎপাদন।** ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই আমরা। অতএব বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই উপকূলীয় এলাকায় ৫/৬ টি কয়লাচালিত বিদ্যুৎ স্থাপনা গড়ে তুলছে সরকার। ইতোমধ্যে পায়রা বন্দরে একটি ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে চীনা কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে এ কাজে হাত দিয়েছে নর্থওয়েস্ট নামে একটি কোম্পানি। কয়লা আনলোড করার জন্য একটি কয়লা টার্মিনাল নির্মাণ হচ্ছে পায়রা বন্দরে। এসব কার্যক্রমের ফলেও বিপুল রাজস্ব আয়ের সুযোগ তৈরি হবে এখানে।

ছ। **দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় খাদ্যশস্য সরবরাহ।** সড়কপথের তুলনায় নৌপথে যাতায়াত ও মালামাল সরবরাহ অধিকতর সহজ ও সাশ্রয়ী। বরিশাল হয়ে খুলনা এবং মাদারিপুর অঞ্চলে সিমেন্টের ক্লিংকার এবং খাদ্যশস্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে এই পায়রা বন্দর।

জ। **ট্রানজিট সুবিধা এবং ইকোনমিক করিডোর।** সমুদ্রের তীরবর্তী হবার কারণে পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠার পর প্রতিবেশি দেশগুলো ট্রানজিট সুবিধা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারত এবং চীনের সমন্বিত উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গড়ে উঠছে ইকোনমিক করিডোর। ভৌগলিক অবস্থানের সুবিধার কারণে সমুদ্রপথে সিল্করুটের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে এ পায়রা বন্দরের।

ঝ। **ব্লু ইকোনমি।** ১৯ টি দেশের ৩২ জন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকায় ব্লু ইকোনমির উপর এক সম্মেলন হয় ২০১৪ সালে। এখানে ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গোপসাগরকে আমাদের তৃতীয় প্রতিবেশি হিসেবে অভিহিত করে বলেন, সমুদ্রপথে ব্যবসার পরিধি বিস্তার, সাগরের খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন, সামুদ্রিক মাছের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং সমুদ্র পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার মাধ্যমেই সুনিশ্চিত হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি।
ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা সমূহকে কাজে লাগনো হলে দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে, পরিবেশ ভারসাম্য বজায় থাকবে, বিপর্যয় ও দুর্যোগ প্রতিরোধ হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার

কারণে বঙ্গোপসাগরে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গার ওপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রতলদেশে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার এলাকার জৈব-অজৈব সকল সম্পদের মালিকানা আমাদের। প্রায় ২০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের মজুদ রয়েছে এখানে।

ঞ। অভ্যন্তরীণ রম্নটে সংযোগ। ২০১৮ সালে শেষ হবে পদ্মা সেতুর নির্মাণ। উপরন্তু বরিশাল থেকে পটুয়াখালি হয়ে কুয়াকাটা সৈকত পর্যন্ত চারলেন বিশিষ্ট সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। ফলে পায়রা বন্দরের সাথে সুগম হবে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ। রেলপথের মাধ্যমে যুক্ত হবে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সাথে যুক্ত থাকবে পায়রা বন্দর। পায়রা থেকে নৌপথে দেশের বিভিন্ন স্থানের নৌযান চলাচলে বর্তমানে দুটি রম্নট রয়েছে। একটি পটুয়াখালি হয়ে বরিশাল। অন্যটি ভোলার পশ্চিম থেকে শুরম্ন করে কাজল এবং তেঁতুলিয়া নদী হয়ে কালিগঞ্জ। আকাশপথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লড়্যে একটি বিমানবন্দর গড়ে উঠবে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে।

ট। প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ। বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকা। পায়রা বন্দর প্রকল্প চালু হলে একে ঘিরে গড়ে উঠবে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা। ফলে প্রতিহত হবে ঝড়ের আঘাত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। উপরন্তু এখানে উপকূল জুড়ে গড়ে তোলা হবে সবুজ বেষ্টনি এবং ইকো-ট্যুরিজম।

ঠ। কুয়াকাটা কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প। এক বা একাধিক পাঁচতারা হোটেল স্থাপনের মাধ্যমে অত্র এলাকাটিকে সহজেই একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে উন্নীত করা সম্ভব। এ লড়্যে গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নোক্ত উলেস্নখযোগ্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে ঃ

১. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কমপেস্নক্স নির্মাণ
২. জাতির পিতার ভাস্কর্য স্থাপন
৩. পর্যবেড়্গণ টাওয়ার নির্মাণ
৪. জেটি/ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ
৫. ইকো পার্ক/ ফরেস্ট গড়ে তোলা
৬. বিশেষ পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা
৭. মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ
৮. মেরিন পার্ক, সী অ্যাকুরিয়াম নির্মাণ
৯. আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মাণ
১০. গলফ কোর্স চালু করা
১১. টেনিস কমপেস্নক্স নির্মাণ
১২. মসজিদ ও প্যাগোডা নির্মাণ
১৩. কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ

<u>পায়রা বন্দর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা</u>

৩। **পায়রা বন্দর চালুর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ**

ক। **লক্ষ্যমাত্রা - ১ ঃ** ২০১৬ সালের মধ্যে বহিঃনোঙ্গরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও লাইটার জাহাজের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহন করা।

খ। <u>লক্ষ্যমাত্রা - ২</u> ঃ আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে ১০ মিটার গভীরতার চ্যানেল ড্রেজিং, একটি মাল্টিপারপাস ও একটি বাল্ক টার্মিনালসহ বন্দর অবকাঠামো তৈরী করে বন্দর কার্যক্রম শুরু করা।

গ। <u>লক্ষ্যমাত্রা - ৩</u> ঃ ২০২৩ সালের মধ্যে ১৬ মিটার গভীরতার চ্যানেল ড্রেজিং সম্পন্ন করে পূর্নাঙ্গ বন্দর সুবিধা গড়ে তোলা।

<u>স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রার জন্য বাস্তবায়িত কার্যক্রম</u>

৪। নিম্নোক্ত কাজগুলো ইতোমধ্যেই শেষ করা হয়েছে ঃ

ক। **ক্ষুদ্র পরিসরে পায়রা বন্দর কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন** ঃ আন্দারমানিক নদীর উত্তর পাড়ে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে বেশকিছু অবকাঠামো নির্মাণ যেমন **ঃ** মাটি ভরাট, সংযোগ সেতুসহ তিনটি পন্টুন স্থাপন, ৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ক্রেন স্থাপন, ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার প্রস্থের ইটের সলিং রাস্তা নির্মাণ, একটি পুকুর খনন, সোলার লাইট, জেনারেটর, পায়রা বন্দর নিরাপত্তা ভবন, ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন তৈরীসহ নদীর তীর রক্ষা বাঁধের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ। **প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ** ঃ বর্তমানে পায়রা সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অস্থায়ী সংযুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পায়রা বন্দরের কার্যক্রম আপাতত পরিচালনার লক্ষ্যে ২৬৬ জনবলে একটি অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা হয়েছে।

গ। **পায়রা বন্দর প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণ আইন-২০১৫** ঃ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের মূল অবকাঠামো নির্মানের লক্ষ্যে ৬০০০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য **"পায়রা বন্দর প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণ আইন-২০১৫"** প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঘ। **নৌ-পথ জরীপ** ঃ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফী বিভাগ কর্তৃক পায়রা বন্দর সংলগ্ন উপকূলীয় সাগর, রাবনাবাদ চ্যানেল ও তৎসংলগ্ন কাজল-তেঁতুলিয়া নৌ-পথের ভোলা জেলার উত্তরের কালীগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৭২ নটিক্যাল মাইল এলাকায় নৌপথটির জরীপ কাজ সম্পন্ন করাসহ চার্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঙ। **কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা** ঃ পায়রা বন্দরের বিস্তারিত Techno Economic Feasibility Study করার জন্য **নিয়োগকৃত** ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানটি HR Wallingford UK বিগত ১৩ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে পায়রা বন্দরের কনসেপচুয়াল মাষ্টার প্ল্যান, চ্যানেল ডিজাইন, ড্রেজিং, ব্রেক ওয়াটার, ব্যাংক প্রোটেকশন, অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও পরিবেশগত দিকসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে, পায়রা বন্দর কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান HR Wallingford, UK তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ০৮-০২-২০১৬ তারিখে দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দরকে ১৬ মিটার গভীর চ্যানেলের সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য Technically Feasible এবং Economically Realistic বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সে সংগে ১৬ মিটার গভীর চ্যানেল ড্রেজিং এবং বিভিন্ন Terminal বিনির্মাণে (Container, Dry Bulk, LNG and Multipurpose Terminal) Foreign Direct Investment (FDI) অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে বলেও প্রতিবেদনে উলেস্নখ রয়েছে।

চ। **Custom Clearance এর ব্যবস্থা** ঃ লক্ষ্য মাত্রা-১ অর্থাৎ ২০১৬ সালের মধ্যে বহিঃনোঙ্গরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও লাইটার জাহাজের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহন করার জন্য কাষ্টমস কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি যেমন কাস্টমস্ শুল্ক স্টেশন হিসেবে ঘোষনা, জনবল নিয়োগ, শিপিং এজেন্ট নিয়োগ, সিএন্ডএফ এজেন্ট নিয়োগ এবং বন্ডেড এরিয়া ঘোষনা ইত্যাদি করা হয়েছে।

ছ। **সমুদ্র ও নদীপথে নৌরম্নট নির্দিষ্ট করা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বয়া স্থাপন করা** ঃ **প্রথম ধাপে** রাবনাবাদ চ্যানেল ও কাজল-তেঁতুলিয়া নৌ-পথে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য প্রথম দফায় Mooring Material সহ ২০টি চ্যানেল বয়া এবং কাজল-তেঁতুলিয়া নৌ-পথের ২২টি রিভার বয়া এবং দুইটি মুরিং বয়া সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়। **দ্বিতীয় ধাপে** রাবনাবাদ চ্যানেল ও কাজল-তেঁতুলিয়া নৌ-পথে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য দ্বিতীয় দফায় Mooring Material সহ ১০টি চ্যানেল বয়া এবং কাজল-তেঁতুলিয়া নৌ-পথের ২২টি রিভার বয়া এবং দুইটি মুরিং বয়া সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়।

জ। পোর্ট রেডিও কন্ট্রোল ষ্টেশন (VHF) স্থাপন ও সমুদ্র তীরে Light House স্থাপন করা ঃ পায়রা বন্দরের বহিঃনোঙ্গরে আগত বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজ ও অন্যান্য লাইটার জাহাজের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একটি পোর্ট রেডিও কন্ট্রোল (VHF) টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। Light House স্থাপন করার জন্য ১৬ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝ। বন্দর এলাকা থেকে চার লেইনের আরসিসি সংযোগ সড়ক তৈরী। রজপাড়া-পায়রা বন্দর পর্যন্ত ৪-লেন সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৮.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে সহসা সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

ঞ। **ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্ট স্থাপন**। প্রতি ঘন্টায় ২৫০ টন উৎপাদন ড়্গমতা সম্পন্ন একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্ট স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে উহার পানি বন্দরে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ট। **নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ**। পায়রা বন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের একটি ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ঘাটি শেরে বাংলা নির্মিত হলে বন্দরের নিরাপত্তা অধিকতর সুরড়্গিত হবে।

ঠ। UN Locator Code UNECE কর্তৃক পায়রা বন্দর কর্তৃপড়্গকে ২২/০৭/২০১৫ইং তারিখে আন্তর্জাতিক মানের বন্দর স্থাপনার পরিচিতি নিবন্ধন ইউ PAY (UN LOCATOR CODE) বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

ড। ISPS Code IMO (International Maritime Organization) এর পড়্গে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক পায়রা বন্দরের PFSA (Port Facility Security Assessment) PFSP (Port Facility Security Plan) অনুমোদনপূর্বক SOCPF (Statement of Compliance of Port Facility সনদ ইস্যু করে ISPS Code বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঢ। **বিদ্যুতায়ন**। পলস্নী বিদ্যুৎ বোর্ড কর্তৃক ১৫ কিলোমিটার দুরত্ব থেকে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়েছে। পায়রা বন্দরের নিজস্ব অর্থায়ানে একটি ট্রান্সফরমারসহ সাব-ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং ২ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া যাবে।

ণ। POMMD **কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান**। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরে প্রেরিত পত্রের প্রেড়্গিতে POMMD প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র প্রদান করেছেন।

৫। **লক্ষ্যমাত্রা ২ ও ৩ অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম** ঃ

ক। **২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পাবকের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি ঃ** পায়রা বন্দরের মূল অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বন্দরের সীমিত পরিসরের কার্যক্রমকে সামনে রেখে ''পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লড়্গ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন'' শীর্ষক একটি ডিপিপি গত ২৯-১০-২০১৫ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত ডিপিপিতে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পায়রা বন্দর কর্তৃপড়্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয় যেমন ঃ পায়রা বন্দরের ৬০০০ একর জমি অধিগ্রহণ, নৌ-রম্নটের ড্রেজিং, একটি Ware House নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ১ টি টাগ বোট ক্রয়, দুইটি পাইলট ভেসেল ক্রয়, ২ টি স্পিড বোট ক্রয়, ১ টি বয়ালেয়িং ভেসেল ক্রয়, ১ টি জরিপ বোট ক্রয়, ২টি পন্টুন নির্মাণ ও নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। উক্ত আইটেমগুলো ক্রয়ের/সম্পাদনের ব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

খ। **জি টু জি/এফডিআই/বিওটি এর ভিত্তিতে পায়রা বন্দরের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঃ** পায়রা বন্দরের জন্য টার্মিনালসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, চ্যানেল ড্রেজিং ও নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসের মধ্যে কন্টেইনারবাহী জাহাজ ভিড়ানোর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বিধায় পায়রা বন্দরের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশ/প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চীন, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সেই আলোকে সকল উন্নয়ন কাজগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সঠিক সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯টি Component এ বিভক্ত করা হয়েছে। উক্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ২৪/০৮/২০১৫ তারিখে পত্রিকায় একটি EOI আহ্বান করা হয়। বর্তমানে দাখিলকৃত EOI গুলোর মূল্যায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৯ Components এর মধ্যে ৬টি Components সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়ে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-২টি, শিল্প মন্ত্রণালয়-২টি, রেলপথ মন্ত্রণালয়-১টি ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-১টি)। বাকি ১৩ Components এর মধ্যে ৭টি জি টু জি ও ৬ টি এফডিআই ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভাগ করা হয়েছে। ৬টি এফডিআই Components এর মধ্য থেকে Lot-2 (Capital dredging and ongoing Maintenace dredging) এর মূল্যায়ন শেষে বেলজিয়ামের প্রতিষ্ঠান Jan De Nul এর সাথে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের নন-বাইন্ডিং MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ৭টি জি টু জি ও ৫টি এফডিআই ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে মূল্যায়ন শেষে কমিটির আহবায়ক এর নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে সহসা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট গুলোর জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষর করা হবে।

গ। **পিডিপিপি প্রণয়ন ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ** । গত ০৮/০২/২০১৬ইং তারিখে পায়রা বন্দর কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান HR Wallingford UK, ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করে। উক্ত রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে HR Wallingford UK পায়রা বন্দর-কে ১৬ মিটার গভীর চ্যানেলের সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য Technically Feasible এবং Economically Realistic বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। সে সংগে ১৬ মিটার চ্যানেল ড্রেজিং এবং বিভিন্ন টার্মিনাল বিনির্মাণে (Container, Dry Bulk, LNG & Multipurpose Terminal) Foreign Direct Investment (FDI) অত্যন্ত আকর্ষনীয় হবে বলে প্রতিবেদনে উলেস্নখ রয়েছে। এমতাবস্থায়, উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্পটি ২০১৬ - ২০২৩ অর্থ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি PRELIMINARY DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL (PDPP) প্রস্তুত করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। **পায়রা সমুদ্র বন্দরের মূল চ্যানেলের Capital and Maintenance ড্রেজিং এর জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (MOU)।** পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে প্রস্তাবিত ১৯টি Components এ আগ্রহী বিভিন্ন দেশ ও কোম্পানী নির্বাচনের বিষয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গত ২৫/০৮/২০১৫ইং তারিখে ১৯টি Components এর জন্য EOI বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। উক্ত EOI বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ২নং Component (Capital and Maintenance Dredging of the Channel) এর জন্য ১০টি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রস্তাব দাখিল করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের দাখিলকৃত প্রস্তাব নৌপম কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটি যাচাই-বাছাই করে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১০ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও কারিগরীভাবে দক্ষ Belgium এর Jan De Nul প্রতিষ্ঠানটি FDI পদ্ধতিতে ড্রেজিং কাজটি অতি দ্রুত সম্পাদন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। সেই প্রেক্ষিতে, Belgium এর প্রতিষ্ঠান Jan De Nul এর সাথে MOU স্বাক্ষর করার জন্য মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করে। মুল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় উক্ত প্রতিষ্ঠার সহিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান করে। পায়রা বন্দরের মূল চ্যানেলের ড্রেজিং এর কাজ দ্রুত শুরু করা গেলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা জাহাজ যোগে জেটিতে আনায়ন করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র Capital Dredging কাজটি দ্রুত শুরু করা হলে সংশিস্নষ্ট অন্যান্য Components গুলোর কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে আগ্রহী দেশ ও প্রতিষ্ঠান পায়রা বন্দরে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। Capital Dredging কাজটি ২০১৭ সালের প্রথমার্ধে শুরু করা হলে মধ্য-মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে।

৭। **পায়রা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন।** ১৩ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ, ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এ উদ্বোধনের দ্বারা বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে নতুন মাইল ফলক রচিত হবে বলে আশা করা যায়।